enable them to improve their country's literature. And even the chances of the fortunate few who proceed to a higher course, will be seriously hampered by the omission of Sanskrit and English from the curriculum of their earlier studies.

L. K. B.

বাঙ্গলা ভাষা।

কালোয়াতি বনাম সাকরেদী।

আমি ছেলে বেলা থেকে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করি। খাঁটী বাঙ্গলা স্কুলে কখন পড়িয়াছি, কি না, তাহা আমার ঠিক মনে পড়ে না। ক্রমে এণ্ট্রেন্স, এল এ, বি এ, এম এ পাশ করিয়া কালেজ হইতে বাহির হইলাম। লোকে বলিতে লাগিল, এ একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়াছে। আমার বাড়ী অজ পাড়াগাঁয়ে, সেখানে লোকে আমার কেবল পুজা করিতে বাকী রাখিল। সে কি আজ কালের কথা! এখন যে সকল এম এ দেখিতে পাই, তাহার পনর আনা তিনকড়া তিন ক্রান্তি তখন জন্মে নাই। যাহা হউক সকলে আমাকে পণ্ডিত বলিতে লাগিল। আমার মনেও যে পাণ্ডিত্যের অভিমান হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে আমি সুবুদ্ধি কি না, সেজন্য সে অভিমানটা মনে মনে চাপিয়া রাখিলাম।

কিন্তু পণ্ডিতলোক পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া কত দিন থাকে! শীঘ্রই অবসর উপস্থিত হইল। ইংরেজীতে এক প্রবন্ধ রচিয়া খবরের কাগজে পাঠাইলাম। তাহারা আমার পাণ্ডিত্য বুঝিল না, কাগজে প্রবন্ধ বাহির করিল না। মনকে নানা রূপ প্রবোধ দিলাম, কিন্তু মন কি প্রবোধ মানে?—প্রবোধ যেন বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, ইংরেজী ছাড়িয়া, বাঙ্গলার এস্তেজারি আরম্ভ করি। ইংরেজীওয়ালারা আমার পাণ্ডিত্য বুঝিল না, দেখা যাক বাঙ্গলানবিশরা বুঝে কি না? বাঙ্গলানবিশদের নিকট স্থান পাইলাম বটে, কিন্তু তাহাও অতি কষ্টে। যাহা হউক, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাতেই লিখিতেছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বাঙ্গলা লেখাও বুঝি ছাড়িতে হয়।

বাঙ্গলা-লেখা-রূপ যাত্রায় এখন দুইটী দল হইয়াছে। এক দল কালোয়াতি ও এক দল সাকরেদী। কালোয়াতি দলের আখ্‌ড়ায় গতায়াত করিয়া দেখিয়াছি। সুর বাঁধিতে, তাল মিলাইতে, ছাদ ছাঁদিতেই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত, তান লয় মানের গভীর গবেষণায় তাঁহারা দিশাহারা, কিন্তু তাঁহাদের গানেত দস্তস্ফুট করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের পদাবলি কোন্ ভাষায় রচিত, তাহাই ঠাওরাইতে পারিলাম না। খবর লইয়া জানিলাম, ইহা কেবল

আমারই কপাল দোষে নহে, দেশের পৌনে ষোল আনারও বেশী লোকের কপাল আমার মত পোড়া।

কালোয়াতি ছাড়িয়া সাকরেদী দলে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেখানে দেখি রামরাজত্ব, সকলেই স্বস্ব প্রধান। সুরসার, তালতোল, ছাঁদছোঁদের কাছ দিয়া কেহ যায় না। সেখানে যে যা গায় তাই গান, যে যা বলে তাই বেদ। এ দলে সুরে তালে পৃথকায়, কিন্তু অধিকারী ছোকরায় একান্ন; রাগে রাগে রেসারেসী, কিন্তু হাঁবে ভাবে গলাগলী। আবার শুনিতেছি, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নাকি একটা সাকরেদী দলের বায়না করিয়াছেন তাহাতে সাকরেদী দলের মান কিছু বাড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ও অনেক দিন থেকে এইরূপ একটা দল বাঁধিবার চেষ্টায় ছিলেন। এতদিন কিন্তু সাজসরঞ্জমের অভাবে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন যেরূপ সুর ফিরিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই দলটা পাকা হইবে।

আমি এই দলাদলী দেখিয়া এখন লেখা বন্ধ রাখিয়াছি। যে দলের শেষে জয় হইবে, সেই দলে ঢুকিয়া গণ্ডায় গণ্ডা দিব, এইরূপ মনে করিতেছি। কারণ আমি বরাবরই বুদ্ধিমান্, অতএব

জয়কেতে।

কল্পনা।

এমনি সে ঘুমন্ত যামিনী
এমনি সে ঘুমালস বায়
এমনি জোছনা ছিল পড়ে,
ঘুমাইয়া সিকতাশয্যায়॥

কুসুমের হাসিটুকু ছিল
ঘুমাইয়া কুসুমের মুখে
জোছনাপরশে ঘুমে পাখী
ডেকেছিল কি জানি কি সুখে॥

ঘুমালস আঁখি দুটী ধীরে
যেতেছিল নীরবে মুদিয়া
মদালস পরাণের পথে
কি জানি কি গেছিল চলিয়া॥

এমনি সময়ে যেন কার
পরশে গো উঠিনু শিহরি
অর্গলিত দ্বার অনর্গল
সম্মুখেতে ষোড়শী সুন্দরী!॥